রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০১৬।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। বিধিমালার নাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) **"ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি"** অর্থ বিধি ১২ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি;

(গ) **"উপজেলা কমিটি"** অর্থ বিধি ৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা কমিটি;

(ঘ) **"গ্রাম সংরক্ষণ দল"** অর্থ বিধি ১৩ এর অধীন গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ দল;

(ঙ) **"জাতীয় কমিটি"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি;

(চ) **"জেলা কমিটি"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি; এবং

(ছ) **"তহবিল"** অর্থ বিধি ২৩ এর অধীন গঠিত তহবিল।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **জাতীয় কমিটি**।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(গ) প্রধান বন সংরক্ষক;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

(ত) ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ এর অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক; এবং

(দ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) এবং (দ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন :

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) অধিদপ্তর জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়ক প্রদান করিবে।

৪। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—(১) জাতীয় কমিটি স্ব উদ্যোগে অথবা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, কোনো এলাকার প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে জাতীয় কমিটি আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষণা করিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশ পেশ করিবার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা:—

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকায় অবক্ষয়;

(খ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকিসমূহ;

(গ) দেশীয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(ঘ) অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত এলাকা বা উহার কোনো অংশকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করা হইলে উহার শর্তাবলি;

(ঙ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি;

(চ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান;

এবং

(ছ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

ব্যাখ্যা।—দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "জীববৈচিত্র্য" অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ, এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (species diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (genetic diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (ecosystem diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবন-জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **জাতীয় কমিটির সভা।**—(১) জাতীয় কমিটি বৎসরে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জাতীয় কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জাতীয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জাতীয় কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬। **জেলা কমিটি।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ডেপুটি কমিশনার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ;

(গ) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)

(ঘ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ছ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(জ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(ঝ) বন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;

(ঞ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ;

(ঠ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;

(ড) জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঢ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ণ) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি;

(ত) সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব;

(থ) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড;

(দ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ধ) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৭(সাত) জন ব্যক্তি; এবং

(ন) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কোনো প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক জেলায় অবস্থিত হইলে, বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। **জেলা কমিটির কার্যাবলি।**—জেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে উপজেলা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জাতীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক উপজেলায় অবস্থিত হইলে, উপজেলা কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

(ঝ) সরকার বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৮। **জেলা কমিটির সভা।**—(১) জেলা কমিটি বৎসরে তিনবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **উপজেলা কমিটি।**—প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(গ) উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা, বন বিভাগ, যদি থাকে;

(জ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ঢ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান;

(ণ) গ্রাম সংরক্ষণ দল দ্বারা গঠিত প্রত্যেক সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

(ত) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫(পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং

(থ) পরিবেশ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **উপজেলা কমিটির কার্যাবলি**।—উপজেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিন পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কাজ করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) সমবায় সমিতি গঠন এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান;

(ঝ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ট) সরকার, জাতীয় কমিটি বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

১১। **উপজেলা কমিটির সভা।**—(১) উপজেলা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে।

(২) উপজেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) উপজেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি।**—(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে ইউনিয়নে অবস্থিত সেই ইউনিয়নে ইউনিয়ন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা;

(ঘ) ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঙ) ফরেস্টার, বন বিভাগ (নিকটতম কার্যালয়ের কর্মকর্তা);

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য;

(ছ) গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং

(ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি—

(ক) গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে; এবং

(খ) গ্রাম সংরক্ষণ দল কর্তৃক উহার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। **গ্রাম সংরক্ষণ দল।**—(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকা বা উহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন করা যাইবে।

(২) গ্রাম সংরক্ষণ দলকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হইলে, উহা এই বিধিমালার অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি।**—গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত যে সকল কার্য করা যাইবে এবং যে সকল কার্যক্রম করা যাইবে না সেই সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তহবিল সংরক্ষণ;

(চ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ছ) সরকার, অধিদপ্তর জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

১৫। **স্কীম, ইত্যাদি গ্রহণ।**—প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম সংরক্ষণ দল, অধিদপ্তরের সম্মতি এবং উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো স্কীম বা প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। **অবকাঠামো বা সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা (facility) গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা ন্যস্ত করা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ দল উহার ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবে।

১৭। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে প্রজ্ঞাপনের খসড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং জাতীয় পর্যায়ের দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রাক-প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো মতামত প্রাপ্ত হইলে উক্ত মতামত বিবেচনার জন্য জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম ও জেএল নম্বর;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার সম্পূর্ণ অংশ না হইয়া উহার এক বা একাধিক দাগ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর ও দাগ নম্বর;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার কোনো দাগ সম্পূর্ণ না হইয়া উহার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর, সংশ্লিষ্ট দাগ নম্বরের অংশ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলার নাম;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার কোনো অংশ ভূমি জরিপ বর্হিভূত হইলে উহার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বিষয়টি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রার্থণালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে লটকাইয়া প্রচার করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা, ক্ষেত্রমত, তহশীল অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড।**—(১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে যে সকল ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না উহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূপলীয় এলাকার অবক্ষয়;

(খ) পরিবেশ ও প্রতিবেশের দূষণ ও অবক্ষয়;

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা;

(ঘ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকি;

(ঙ) দেশিয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(চ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, ধর্মীয় সামাজিক সংস্কৃতি;

(ছ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত প্রত্নতাত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(জ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ১২ এবং ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

১৯। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, ইত্যাদি**।—(১) প্রচলিত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, পরিপত্র বা আইনগত দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কোনো ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোনো ভূমি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টার ১-এর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক খতিয়ানে মন্তব্যের কলামে লিপিবদ্ধ করিবেন যে, "পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি ব্যতীত ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নহে"।

২০। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা**।—(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অর্ন্তভুক্ত সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরের সহিত আলোচনাক্রমে, সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হইলে তদনুসারে সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

২১। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন**।—প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক (Site specific) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

২২। **সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা**।—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা যাইবে।

(২) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত অলাভজনক কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে, উহাকে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া যদি উক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করিয়া চুক্তির খসড়া দাখিলের জন্য পত্রের মাধ্যমে উক্ত সংস্থাকে অনুরোধ করিবেন, যথা:—

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রস্তাব;

(খ) সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের পরিমাণ ও পদ্ধতি;

(গ) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার।

(৪) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কোনো কমিটি বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোনো সদস্য প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবেন।

২৩। **তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার**।—(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি, বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোনো স্থানীয় ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঙ) এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত ফি; এবং

(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ হইতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে—

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে; এবং

(খ) উপজেলা কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) (খ) এর অধীন অর্থ বরাদ্দ ও উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জারীকৃত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হইলে উহা এই বিধিমালার অধীন বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা।—(১) অধিদপ্তর তহবিলের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে অধিদপ্তর এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা চার্টার্ড একাউনটেন্ট প্রয়োজনীয় রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংক গচ্ছিত অর্থ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

২৫। **গ্রাম সংরক্ষণ দলের মূল্যায়ন**।—প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের সংশ্লিষ্ট বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন মূল্যায়ন করিয়া উহাদের সফলতার বার্ষিক অবস্থান তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে।

২৬। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সমীক্ষা, গবেষণা, অনুসন্ধান, ইত্যাদি**।—কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

২৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।—কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮। **প্রতিবেদন**।—(১) অধিদপ্তর সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে, যথা:—

(ক) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন; এবং

(খ) প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশগত প্রতিবেদন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার কোন নির্দেশনা প্রদান করিলে অধিদপ্তর উহা অনুসরণ করিবে।

২৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই বিধিমালা জারির পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খোরশেদা ইয়াসমীন
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd